"মেঘনাদবধকাব্য" (প্রথম সর্গ)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৬১ খ্রী:-এ রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের অন্তর্গত মেঘনাদবধের কাহিনী অবলম্বনে রচনা করেন 'মেঘনাদবধকাব্য'। এই কাব্যের প্রথম খণ্ডটি ১৮৬১ খ্রী:-এর জানুয়ারিতে (১–৫ সর্গ) এবং দ্বিতীয় খণ্ডটি (৬–৯ সর্গ) [illegible] প্রকাশিত হয়। এই কাব্যের [illegible] এই বছরের জুন মাসে প্রকাশিত হয়। এর কাহিনী কবিপ্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশিত হল। কাহিনীর সূত্র বীরবাহুর মৃত্যুই মহাকাব্যের সূচনা বিন্দু। [illegible] সেনাপতিত্বে-বরণ, [illegible] বরণ ও মেঘনাদের [illegible], প্রমীলার [illegible] মেঘনাদের নিধন ও [illegible], প্রমীলার সহমরণ, এই সঙ্গে লক্ষ্মণের [illegible] ও রাবণের শোকযুক্ত [illegible], এই [illegible] কাহিনীতে [illegible] ও [illegible] ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। [illegible] মধুসূদনের সার্থক কীর্তি, [illegible] হয়েছে। মধুসূদনের কবিপ্রতিভার এই কাব্যের নবমূল্যায়ন [illegible], মধুসূদনের [illegible] প্রতিফলিত হয়েছে। কাব্যের আখ্যান [illegible] রামায়ণের কাহিনী নিয়ে [illegible] কবি স্বদেশী-বিদেশী কবির [illegible] এবং [illegible] ও [illegible] কাহিনী-বিন্যাস ও চরিত্র-চিত্রণে [illegible]। এই মহাকাব্যের কবি — পাশ্চাত্যের আদর্শকে [illegible] মহাকাব্যের আদর্শেই (ইলিয়াড, হোমারের 'ইলিয়াড'-এর আদর্শে) [illegible]। হোমার, ভার্জিল, দান্তে, ট্যাসো, মিল্টন

প্রচলিত সাহিত্যে— সংস্কৃতকবিদের শিল্পপ্রণালীই তাঁর প্রথম প্রদর্শক হয়েছিল। অবশ্য অলংকারশাস্ত্র ও ছন্দোরীতিতে তিনি ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাস-ভবভূতি প্রভৃতি ভারতীয় কবিদের কিছুটা অনুসরণ করেছিলেন। তবে এই মহাকাব্যে সর্গ নির্বাচনে [illegible] গ্রীক ইলিয়াডের অধিকতর অনুবর্তী।

- নীচে প্রথম সর্গের (যা পাঠ্যসূচিতে নির্বাচিত) বিষয়বস্তু সংক্ষেপে ও সর্বাঙ্গীণ ভাবে আলোচনা করা হল:—

া অন্তর্গত মেঘনাদবধের ধারণা
থম খণ্ডটি ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের
বৎসরের জুন মাসে প্রকাশিত
ঘনাদবধ কাব্যের কাহিনী মোট
দের সেনাপতিপদে বৃত হওয়া,
সঙ্গে সহমরণ গমন ও রাবণের
না বর্ণিত হয়েছে। মেঘনাদবধ
চেতনা, মধুসূদনের ব্যক্তিমানস,
বীররসের কাব্যরচনার সংকল্প
ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মহাকাব্যের
বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।
র কাছ থেকে ঋণ নিয়ে এবং
নির্মাণ করেছেন। এই মহাকাব্যের
াদর্শকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে
—এর আদর্শে) উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী—মহাকাব্য আটের অধিক সর্গে রচিত এবং প্রতি সর্গের বিষয়বস্তু অনুসারে নামকরণ করতে হবে। সেই রীতি অনুসরণ করে মধুসূদন মেঘনাদ-বধ কাব্যকে নয়টি সর্গে বিভক্ত এবং প্রতি সর্গের নামকরণ করেছেন।

প্রথম সর্গের বিষয়বস্তু—বীরবাহুর পতনের পর ইন্দ্রজিৎকে সেনাপতি পদে বরণ এবং তাঁর অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করা। এ কারণে এই সর্গের নামকরণ করা হয়েছে—'অভিষেক'। বীরবাহুর পতন, রাবণের রাজসভা বর্ণনা, রাবণের বিলাপ ও যুদ্ধক্ষেত্র দর্শন, পুত্রশোকাতুরা চিত্রাঙ্গদার রাজসভায় আগমন, রাবণের প্রতি অভিযোগ ও ভর্ৎসনা, রাবণের রণসজ্জা, জলতলে বারুণীগৃহে সেই কোলাহলের প্রবেশ। বারুণী-মুরলা-লক্ষ্মী সংবাদ, লক্ষ্মী কর্তৃক প্রমোদকাননে ইন্দ্রজিৎকে বীরবাহুর পতন, লঙ্কার দুর্দশা ও রাবণের যুদ্ধপ্রস্তুতির সংবাদ দান এবং ইন্দ্রজিৎকে লঙ্কায় ফিরে এসে স্বদেশরক্ষার দায়িত্বভার গ্রহণের অনুরোধ, ইন্দ্রজিতের অনুশোচনা ও লঙ্কাপুরীতে ফিরে আসার প্রস্তুতি, প্রমীলার কাতর আবেদন, ইন্দ্রজিতের তাঁকে প্রবোধ দেওয়া, ইন্দ্রজিতের পুরীতে প্রত্যাবর্তন এবং যুদ্ধে গমনের জন্য পিতার সম্মতি প্রার্থনা, রাবণের অনুমতি প্রদান, ইন্দ্রজিৎকে সৈনাপত্যে বরণ ও অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন, বন্দীর মঙ্গল গান।

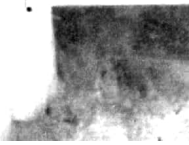

Scanned with CamScanner

সেনাপতিপদে ইন্দ্রজিতের অভিষেক ক্রিয়া এই সর্গের প্রধান ঘটনা। তাই এই সর্গে 'অভিষেক' নামকরণ অতি সার্থক হয়েছে।

Scanned with CamScanner

মেঘনাদবধ কাব্য

প্রথম সর্গ

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতাভাষিণি!
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি? কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে—অজেয় জগতে—
ঊর্মিলাবিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা?
বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
১০। আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি! যেমনি, মাতঃ বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে , গহন কাননে,

● **শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

সম্মুখ সমরে—সামনা-সামনি বা মুখোমুখি যুদ্ধে। প্রাচীন আমলে দুইপক্ষের সৈন্যদল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মুখোমুখি লড়াই করত। এই যুদ্ধে সৈন্যদের বীরত্ব ও যুদ্ধকৌশল দেখানোর সুযোগ থাকত এবং তা প্রশংসার বিষয়ও ছিল। **পড়ি**—যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়ে। **বীরচূড়ামণি**—বীরশ্রেষ্ঠ। অগ্রগণ্য বীর। **বীরবাহু**—রাক্ষসরাজ রাবণ গন্ধর্ব চিত্রসেনের কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করেন। এই মহিষীর গর্ভে বীরবাহুর জন্ম হয়। বাল্মীকি রামায়ণে বীরবাহুর কোন উল্লেখ নেই। মধুসূদন কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে এ প্রসঙ্গটি নিয়েছেন। **চলি যবে গেলা যমপুরে**—যমপুরে যাওয়ার অর্থ মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া। কবি তাঁর কাব্যে মৃত্যুর পর যমপুরীতে যাওয়ার প্রসঙ্গে 'যমপুরী' নামে প্রেতাবাসে গমনের ইঙ্গিত করেছেন। **অকালে**—অসময়ে, অপ্রাপ্ত বয়সে। মৃত্যু মানুষের জীবনের অনিবার্য পরিণতি। কিন্তু অপরিণত বয়সে আকস্মিক ভাবে অকালমৃত্যু নিঃসন্দেহে মর্মান্তিক ও শোচনীয় ব্যাপার। বীরবাহুর মৃত্যুতে সেই শোকের সকরুণ রাগিণীটি শুরুতেই বেজে উঠেছে এ কাব্যে। **কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণী**—মধুরভাষিণী বাগ্দেবী সরস্বতীকে আবাহন করে কবি তাঁর কাব্যের সূচনা করেছেন। পাশ্চাত্য কবিদের Invocation-এর আদর্শ এক্ষেত্রে তিনি অনুসরণ করেছেন। এই সরস্বতী বস্তুত ইউরোপীয় কবি হোমার, ভার্জিল, মিলন প্রভৃতির বন্দিতা Muse–দেবী। **বীরবর**—বীরশ্রেষ্ঠ। **রণে**—যুদ্ধে। **রক্ষঃকুলনিধি—রাক্ষসকুলের আধার অর্থাৎ রক্ষশ্রেষ্ঠ রাজা রাবণ। রাঘবারি**—রাঘব অর্থাৎ রামচন্দ্রের শত্রু রাবণ সম্পর্কেই এ বিশ্লেষণ প্রযুক্ত হয়েছে।। **রাক্ষসভরসা**—রাক্ষসকুলের ভরসা ইন্দ্রজিৎ। রামের সঙ্গে যুদ্ধে লঙ্কার বীরবৃন্দ একে একে নিহত হচ্ছে। রাবণপুত্র সেনাপতি বীরবাহুও সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত ও নিহত। এখন ইন্দ্রজয়ী, অদ্বিতীয় বীর

Scanned with CamScanner

মেঘনাদই রাক্ষসকুলের একমাত্র ভরসা। **ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ**—রাবণের পুত্র। তার জননী মন্দোদরী। দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত ও বন্দী করে সে ইন্দ্রজিৎ নামে খ্যাত হয়। আর জন্মগ্রহণের পরেই মেঘের মতো গুরুগম্ভীর স্বরে গর্জন বা নাদ করেছিল বলে তার এক নাম 'মেঘনাদ'। **কি কৌশলে**—রাবণের পুত্র মেঘনাদ অদ্বিতীয় বীর। ব্রহ্মার বরে সে অজেয় হয়ে উঠেছিল। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল—এই তিন ভুবনে তাকে পরাজিত করে, এমন সাধ্য কারো ছিল না। সেই মহাপরাক্রমাশালী বীরশ্রেষ্ঠকে পরাজিত করতে গেলে বিশেষ কোন কৌশলের প্রয়োজন। মেঘনাদবধ কাব্যে সেই অজেয় বীর মেঘনাদের নিধনের ঘটনাই বর্ণিত হয়েছে। বাগ্দেবীর নিকট কবি সেই কৌশলের কথাই জানতে চেয়েছেন। পক্ষান্তরে, কি কৌশলে অপরাজেয় বীর মেঘনাদকে পরাজিত ও বধ করা হলো, বাগ্দেবীর কৃপাবলে কবি সেই ঘটনা বন্দনা করতে চান। বিভীষণের সহায়তা এবং দৈববলে বলীয়ান হয়ে রামানুজ লক্ষ্মণ চুপিসারে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করে অপ্রস্তুত নিরস্ত্র মেঘনাদকে অন্যায় যুদ্ধে বধ করেছিলেন। এখানে সেই কৌশলের বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে। **উর্মিলা-বিলাসী**—উর্মিলার বিলাস বা আনন্দবিধান করেন যিনি অর্থাৎ লক্ষ্মণ। **নাশি**—বিনাশ করে (নামধাতু)। **ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা**—ইন্দ্রকে ভয়হীন করল। লক্ষ্মণ মেঘনাদকে বধ করায় ইন্দ্রের শঙ্কা দূর হলো। কারণ, ইতিপূর্বে মেঘনাদ ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করে লঙ্কায় নিয়ে এসেছিল। এতে দেবরাজ ইন্দ্র নিঃসন্দেহে অপদস্থ হয়েছিলেন। মেঘনাদের মৃত্যুতে ইন্দ্রের পুনরায় পরাজয়ের ও অপমানের আশঙ্কা বিদূরিত হলো। **বন্দি**—বন্দনা করি। চরণারবিন্দ—চরণ কমল। কবি বাগ্দেবীর বন্দনা করে তাঁর কাব্য শুরু করতে চান। **অতি মন্দমতি আমি**—কবি বাগ্দেবী সরস্বতীর কাছে নিজেকে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বলে প্রতিভাত করতে চান। তাঁর বক্তব্য—বাগ্দেবীর কৃপা পেলে তিনি এই কাব্যকাহিনী বর্ণনা করতে সমর্থ হবেন। **শ্বেতভূজে ভারতি**—সরস্বতীকে আবাহন করে কবি তাঁর মনোবাসনা ব্যক্ত করেছেন। সরস্বতী স্তোত্রে বাগ্দেবীকে শ্বেতপদ্মাসনা, শ্বেতপুষ্পশোভিতা, শ্বেতাম্বরধরা, শ্বেতগন্ধানুলেপনা, শ্বেতাক্ষী, শুভ্রহস্তা, শ্বেতচন্দনচর্চিতা, শ্বেতবীণাধরা, শুভ্রা, শ্বেতালঙ্কারভূষিতা বলা হয়েছে। তাঁকে স্মরণ ও বন্দনা করলে মানুষ সর্ববিদ্যা লাভ করতে পারে। সরস্বতী বন্দনায় কবি পাশ্চাত্য কবিদের আদর্শে কাব্যকাহিনীর বিষয়বস্তু নির্দেশ করেছেন। **ডাকি আবার তোমায়**—ইতোপূর্বে 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যে' কবি প্রথম সরস্বতীকে আবাহন করেছিলেন। ' মেঘনাদবধ কাব্য' রচনাকালে কবি আবার তাঁকে আবাহন করলেন। মধুসূদনের এই সরস্বতী-বন্দনা পাশ্চাত্য কবিদের অনুসরণে। হোমার তাঁর 'ইলিয়াড' কাব্যের শুরুতে লিখেছিলেন—

"Achilles wrath to Greece the direful spring,
Of woes unnumbered, heavenly Goddess, sing
* * *
Declare, O Muse, in what it fated hour
Sprung the strife . . ."

[partially cut line] বাল্মীকির রসনায়—বাল্মীকি প্রথম জীবনে রত্নাকর

Scanned with CamScanner

শরাঘাতে নিহত একটি ক্রৌঞ্চের জন্য ক্রৌঞ্চবধূর মর্মান্তিক কাতর বিলাপ। ঋষির চিত্ত করুণায় দ্রবীভূত ও বিচলিত হয়ে গেল। তাঁর কণ্ঠ থেকে অকস্মাৎ নির্গত হলো যক্ষের প্রতি নির্মম অভিশাপ বাণী—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমধবী কামমোহিতম্"।।

—"ওরে নিষাদ, তুই যে মিথুনরত ক্রৌঞ্চ-যূথের মধ্যে কামমোহিত ক্রৌঞ্চকে বধ করলি, সেজন্য তুই এই জগতে কখনই প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারবি না।"

এটিই জগতের আদি কবিতা। শোক্ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল, তাই এর নাম শ্লোক। বাল্মীকির রসনায় বাগ্দেবী সরস্বতী আশ্রয় নিয়েছিলেন বলেই তিনি কবিত্বশক্তিলাভ করে রামায়ণ কাব্য রচনা করতে পেরেছিলেন। বাগ্দেবীর কৃপা ছাড়া তাঁর পক্ষে কবিত্বশক্তির অধিকারী হওয়া সম্ভব হত না। তেমনি মধুসূদনও 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা করতে বাগ্দেবী সরস্বতীর কাছে কৃপালাভের জন্য আকুল প্রার্থনা করছেন। বাগ্দেবী করুণালাভ করলে তবেই তিনি কাব্যরচনা করে যশস্বী হতে পারবেন।

পদ্মাসনে যেন—বাগ্দেবী সরস্বতী শ্বেতপদ্মের উপর উপবিষ্টা বলে কল্পিতা হয়েছেন। তিনি বাল্মীকির জিহ্বাগ্রে অধিষ্ঠিতা হয়েছিলেন বলে তাঁর কৃপায় বাল্মীকি অতুলনীয় কবিত্বশক্তির অধিকারী হতে পেরেছিলেন। বাল্মীকির জিহ্বাগ্রে অধিষ্ঠান করা যেন শ্বেতপদ্মের উপর অধিষ্ঠানের তুল্য। **খরতর শরে**—তীক্ষ্ণ বাণে। **গহন কাননে**—গভীর অরণ্যে।

ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি!
কে জানে মহিমা তব এ ভবমণ্ডলে?
নরাধম আছিল যে নর নরকুলে
চৌর্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি!
২০। হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর
কাব্যরত্নাকর কবি! তোমার পরশে,
সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ-ধরে!
হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে?
কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে
মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি
সমধিক! ঊর তবে, ঊর দয়াময়ি
বিশ্বরমে! গাইব, মা, বীররসে ভাসি
মহাগীত; ঊরি, দাসে দেহ পদছায়া।
—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
৩০। কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

Scanned with CamScanner

কনক-আসনে বসে দশানন বলী—
হেমকূট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা

নিষাদ—ব্যাধ। **বিঁধিলা**—বিদ্ধ করল, বধ করল। **যবে খরতর শরে, গহন কাননে ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা**—ঘন বনের মধ্যে ক্রৌঞ্চ যখন ক্রৌঞ্চীর সঙ্গে মিলনরত ছিল, তখন ব্যাধের নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ শরে ক্রৌঞ্চের মৃত্যু ঘটে। ক্রৌঞ্চের বিরহ-ব্যাথায় আকুল ক্রৌঞ্চীর কান্না মুনির হৃদয়ে প্রবেশ করে তাঁকেও শোকগ্রস্ত করে তোলে। করুণায় দ্রবীভূত মুনির কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হলো 'মা নিষাদ ত্বমগম' শ্লোকটি। শোক থেকে উচ্চারিত বলে এর নাম হলো শ্লোক। জগতের এটিই 'আদি কবিতা'। **তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া করো সতি!**—বাগ্দেবীর কৃপাতেই বাল্মীকি অতুলনীয় কবিত্বশক্তির অধিকারী হতে পেরেছিলেন। কবিযশঃপ্রার্থী মধুসূদনও কাব্যরচনার প্রাক্কালে সরস্বতীর কৃপালাভের জন্য প্রার্থনা করছেন। **কে জানে মহিমা তব এ ভবমণ্ডলে?**—কবির প্রশ্নের মধ্যেই এই উত্তর নিহিত রয়েছে যে, বাগ্দেবী সরস্বতীর মহিমা বোঝার শক্তি এ পৃথিবীতে কারও নেই। তিনি কখন কার প্রতি কৃপা বর্ষণ করবেন, তা জানবার সাধ্য কারো নেই। মূর্খ দস্যু রত্নাকর তাঁর কৃপাবলেই ঋষি বাল্মীকিতে পরিণত হয়ে অতুলনীয় কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়ে এ জগতে অমর হয়ে আছেন। **নরাধম আছিল যে নর নরকুলে**—প্রথম জীবনে বাল্মীকি ছিলেন একজন ঘৃণ্য মানুষ। তাঁর নাম ছিল রত্নাকর। খুন-জখম দস্যুবৃত্তি লুণ্ঠন ছিল তাঁর পেশা। সাধারণ মানবিক গুণ—দয়া, মায়া, স্নেহ, ধর্মবোধ প্রভৃতির লেশমাত্র তাঁর মধ্যে ছিল না। বাগ্দেবী সরস্বতীর কৃপায় সেই দস্যুরত্নাকর দুষ্কর তপস্যার দ্বারা মুনি বাল্মীকিতে পরিণত হন এবং অতুলনীয় কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়ে রামায়ণ রচনা করে জগতে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। দেবীর কৃপাবলেই তো রত্নাকরের মত পাষণ্ড ব্যক্তিও কবিত্বলাভ করেন। **হইল সে তোমার প্রসাদে মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি**—মানুষ মরণশীল। কিন্তু তাঁর কীর্তি এ জগতে অমর হয়ে থাকে। বাগ্দেবীর কৃপাতেই নরাধম দস্যু রত্নাকর বাল্মীকি মুনিতে রূপান্তরিত ও অতুনলীয় কবিত্বলাভ করেছিলেন। বাগ্দেবীর কৃপাতেই তিনি রামায়ণ রচনা করে বিশ্ববাসীর মনে অমর হয়ে আছেন। দেবাদিদেব মহাদেব মৃত্যুঞ্জয় । তিনি অজর, অক্ষর, অমর, মৃত্যুহীন। সামান্য মানুষ বাল্মীকিও

Scanned with CamScanner

কবিত্ব শক্তিলাভ করেন। দেবী সরস্বতীর কৃপাতেই নরাধম রত্নাকরের এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ সম্ভব হয়েছিল। প্রথম জীবনে নরাধম দস্যু হলেও সুকঠোর তপস্যার পুণ্য ফলে বাল্মীকির এরূপ সৌভাগ্যলাভ সম্ভব হয়েছিল। মধুসূদনও কবিযশপ্রার্থী। তিনিও কাব্যরচনায় ব্রতী হয়েছেন অমরতা লাভের অভিলাষে। কিন্তু রত্নাকরের মত তিনি তো কোন সাধনায় পুণ্য অর্জন করেননি। তাই তাঁর পক্ষে কি এরূপ কবিত্বলাভ সম্ভব হবে? এটাই কবির জিজ্ঞাসা। আসলে এই প্রশ্নের মাধ্যমে কবি নিজের দীনতা প্রকাশ করে বাগ্দেবীর কাছে আত্মসমর্পণ করছেন এবং প্রার্থনা করছেন যে, গুণহীন হলেও সরস্বতী যেন তাঁকে কৃপা করে কবিত্ব শক্তি দান করেন। মধুসূদন বিনম্র মনোভাবের মধ্য দিয়েও কবিতা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। **কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি সমধিক**—অজ্ঞান, নির্বোধ, গুণহীন সন্তানের প্রতি জননীর স্নেহ-দুর্বলতা অধিক পরিমাণে প্রকাশ পায়। এটাই স্বাভাবিক ঘটনা। মধুসূদন বাগ্দেবী সরস্বতীর অধম সন্তান। তিনি কাব্যসাধনায় ব্রতী হয়েছেন ঠিকই। তবে বাল্মীকির মত তপশ্চর্যার অশেষ পুণ্য তার নেই। তিনি নিতান্তই গুণহীন, অধম সন্তান মাত্র। কিন্তু অক্ষম, অজ্ঞান সন্তানের জন্য জননীর স্নেহবাৎসল্য ও করুণা তো আরো বেশি থাকে। তাই কবির আশা যে, অধম ও গুণহীন হলেও জননী সরস্বতী তাঁর কাব্যরচনা করে অমরত্বলাভের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবেন। **ঊর**—আবির্ভূত হও। **ঊর তবে, ঊর দয়াময়ি বিশ্বরসে**—বিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্যশক্তির আধার দেবী সরস্বতীর প্রতি কবির আকুল আহ্বান। তিনি যেন আবির্ভূত হয়ে তাঁর এই অধম সন্তানকে কবিত্বশক্তিলাভের বর প্রদান করেন। **গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত**—মধুসূদন মহাকাব্যরচনায় ব্রতী হয়েছেন। আদি, বীর ও করুণ—এই তিন রসের যে কোনও একটিকে অঙ্গী-রস রূপে গ্রহণ করে মহাকাব্য রচনা করতে হবে। মদুসূদনের সংকল্প যে, তিনি মেঘনাদবধ কাহিনী অবলম্বনে একখানি বীররসাত্মক মহাকাব্য রচনা করবেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁর এই সংকল্প সিদ্ধ হয়নি! বীররসাত্মক কাব্যক্ষেত্রে বস্তুত ঃ করুণরসের স্রোত প্রবাহিত হয়েছে তাঁর কাব্যে। **ঊরি**—আবির্ভূত হয়ে। **তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী কল্পনা!**—বাগ্দেবী সরস্বতীকে আহ্বানের পর কবি কল্পনা দেবীকে আহ্বান করছেন। 'কল্পনা' এখানে স্বতন্ত্র দেবীরূপে কল্পিত হয়েছে। কল্পনার উৎকর্ষ ছাড়া উৎকৃষ্ট কাব্যরচনা সম্ভব নয়। তাই কল্পনাদেবীর করুণা ভিক্ষা। **তুমি মধুকরী কল্পনা**—কল্পনাকে কবি মধুকরী (স্ত্রী মৌমাছি) রূপে উপলব্ধি করছেন। উৎকৃষ্ট কাব্যরচনার জন্য প্রয়োজন অত্যুগ্র কল্পনার প্রাখর্য। তেমনি মধুকরী তিল তিল মধু সংগ্রহ করে রচনা করে উন্নতমানের মধুচক্র। উভয়েই রসের ও আনন্দের আকর। **রচ মধুচক্র**—মৌমাছি যেমন তিল তিল মধু সংগ্রহ করে সুনিপুণ ভাবে এক অপূর্বসুন্দর মধুচক্র রচনা করে, তুমিও তেমনি রামায়ণ কাহিনী থেকে উপাদান সংগ্রহ করে এমন এক কাব্যমৌচাক নির্মাণ কর, যা সৌন্দর্য ও রসের নির্ঝর হয়ে উঠতে পারে। আসলে কবি এমন কাব্যই রচনা করতে চান। তাই কল্পনাদেবীর কৃপাভিক্ষা করছেন। কারণ মাধুকরী কল্পনার বলেই অভিনব রচনাশক্তিলাভ করা যায়। **কবির চিত্ত -ফুলবন-মধু লয়ে**—মধুকর যেমন নানা উদ্যান থেকে নানা ফুলের মধুসংগ্রহ করে মধুচক্র (মৌচাক রচনা করে) কবিরাও তেমনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবিদের রচিত কাব্যরূপ ফুলের মধুর ন্যায় নানা ভাব ও উপকরণ সংগ্রহ করে মেঘনাদবধ কাব্যরূপ মধুচক্র রচনা করতে সঙ্কল্প করেছেন। বস্তুত, মধুসূদন বাল্মীকির রামায়ণ কাব্যকাহিনীকে

Scanned with CamScanner

উৎসরূপে গ্রহণ করলেও, তাঁর কাব্যে হোমার, দান্তে, ভার্জিল, ত্যাসো, মিল্টন, কালিদাস, কৃত্তিবাস প্রমুখ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কবিগণের কাব্যের নানা ভাব ও ঘটনার সন্নিবেশ করেছেন। মেধনাদবধ কাব্য রচনা করলে মধুসূদন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে একটি চিঠিতে তাঁর এই মনোভাবের কথা জানিয়েছেন ঃ " It is my ambition to engraft the exquisite graces of Greek mythology on the present poem. I mean to give free scope to my inventing powers (such as they are) and to borrow as liltle as I can from Valmiki ... I shall not borrow Greek stories but write, rather try to write, as a Greek would have done." **গৌড়জন**—বঙ্গবাসী। **যাহে**—যে কাব্যে পাঠ করে। **আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি**—অমিত প্রতিভাধর কবি মধুসূদন এমন কাব্যরচনা করতে চান, যা অফুরন্ত আনন্দ ও রসের নির্ঝর হয়ে বঙ্গবাসীর কাছে চিরকালের জন্য আদৃত হবে। কাব্যরচনার মাধ্যমে তিনি অমরতার অভিলাষী। এরূপ আত্মপ্রত্যয় ও কবিকল্পনার উৎকর্ষ প্রদর্শনের আকাঙক্ষা অমিত প্রভিতাধর সৃজনশিল্পী মধুসূদনের রচনার ছত্রে ছত্রে প্রদর্শিত হয়েছে। **কনক-আসনে**—স্বর্ণ-সিংহাসনে। **বলী**—পরাক্রমশালী, শক্তিধর। **দশানন**—রাবণ। বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস রাবণকে দশমুণ্ড বিশিষ্ট নৃশংস রাক্ষসরূপে বর্ণনা করেছেন। মধুসূদনও রাবণকে দশানন বলেছেন। কিন্তু তাঁর কাছে এই শব্দটি রাবণের একটি নাম মাত্র। তিনি রাবণকে দশমুণ্ড বিশিষ্ট ভীষণদর্শন রাক্ষসরূপে নয়, একজন স্নেহবৎসল, প্রবল পরাক্রান্ত, স্বদেশপ্রেমিক, বীর, সম্রাটরূপে চিত্রিত করেছেন। প্রচলিত চেতনা ও সংস্কারবিরোধী এই মনোভাব সম্পর্কে মধুসূদন যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। সেইজন্যই বন্ধুকে তিনি চিঠিতে লিখেছিলেন—"I mean to give free scope to my inventing powers (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki. Do not let this startle you. You shan't have to complain again of the un-Hindu character of the poem." হেমকূট—পর্বতের নাম। **হেমকূট—হৈমশিরে**—হেমকূট পর্বতে স্বর্ণোজ্জ্বল চূড়ায়। **শৃঙ্গবর যথা**—হেমকূট পর্বতচূড়ার মত রাজা রাবণ রাজসিংহাসনে আসীন হয়ে আছেন। **তেজঃপুঞ্জ**—তেজরাশি। হেমকূট পর্বতের শৃঙ্গ যেমন সূর্যালোক প্রতিফলনের ফলে স্বর্ণকান্তি ধারণ করে সমুন্নত মহিমায় বিরাজ করছে, নৃপতি রাবণও তেমনি লঙ্কার রাজসভার গৃহে স্বর্ণসিংহাসনে অধিষ্ঠান করছেন।

তেজঃপুঞ্জ। শত শত পাত্রমিত্র আদি
সভাসদ্, নতভাবে বসে চারিদিকে।
ভূতলে অতুল সভা—স্ফটিকে গঠিত;
তাহে শোভে রত্নরাজি, মানস-সরসে
সরস কমলকুল বিকসিত যথা।
৪০। শ্বেত রক্ত নীল পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি,
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে। ঝুলিছে ঝলি ঝলরে মুকুতা,
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা; যথা ঝোলে
(খচিত মুকুলে ফুলে) পল্লবের মালা

Scanned with CamScanner

ব্রতালয়ে। ক্ষণপ্রভা সম মুহুঃ হাসে
রতনসম্ভবা বিভা—ঝলসি নয়নে!
সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী
ঢুলায়; মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি
৫০। চন্দ্রাননা। ধরে ছত্র ছত্রধর; আহা,
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর-রূপে!
ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ মূরতি,
পাণ্ডব-শিবির দ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা
শূলপাণি! মন্দে মন্দে বহে গন্ধে বহি,
অনন্ত বসন্ত-বায়ু, রঙ্গে সঙ্গে আনি
কাকলীলহরী, মরি! মনোহর, যথা
বাঁশরীস্বরলহরী গোকুল বিপিনে!
কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি।

নতভাবে বসে চারিদিকে—রাজসভাগৃহে চারদিক সভাসদ, অমাত্য, পাত্রমিত্র প্রভৃতি সকলে বসে আছে আনত মুখে। এক দুঃসহ শোকস্তব্ধ পরিবেশ রচিত হয়েছে। বীরবাহুর মৃত্যুজনিত শোকেই রাজসভাস্থ সকলে স্তব্ধ, ম্রিয়মান, সন্তপ্ত। **তাহে শোভে রত্নরাজি, মানস-সরসে সরস কমলকুল বিকসিত যথা**—রাবণের রাজসভাগৃহটি স্ফটিক পাথরে নির্মিত। সভাগৃহের শুভ্রতা ও স্বচ্ছতা স্বচ্ছসলিলা মানস সরোবরের সঙ্গে তার তুলনা করা যায়। সভাগৃহ সাজানো হয়েছে নানাপ্রকার রত্নরাজির দ্বারা। তা দেখে মনে হয়, যেন মানস সরোবরে সদ্যফোটা কমল বিরাজিত। **ফণীন্দ্র যেমতি, বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে ধরারে**—স্বর্ণলঙ্কার অধিপতি রাবণের রাজসভাগৃহটিতে নানা রত্নাখচিত স্তম্ভের উপর স্বর্ণ নির্মিত উচ্চ ছাদটি স্থাপিত হয়েছে। তা দেখে মনে হচ্ছে যে, নাগরাজ বাসুকি তার সহস্র ফণা বিস্তার করে পৃথিবীকে পরম আদরে ধারণ করে আছেন। **ফণীন্দ্র**—নাগদের রাজা বাসুকি। **বাসুকি**—"দক্ষকন্যা কদ্রূর জ্যেষ্ঠ পুত্র। এঁর পিতা মহর্ষি কশ্যপ। বাসুকী শেষনাগ ও অনন্তনাগ নামেও পরিচিত। এঁর ভগিনী মনসা। সমুদ্রমন্থন কালে নাগরাজ বাসুকীকে দেবগণ মন্থন-রজ্জুরূপে ব্যবহার করেন।...ব্রহ্মা তাঁকে পাতালে গিয়ে এই চঞ্চলা পৃথিবীকে নিশ্চলভাবে ধারণ করতে বলেন।... সেখানকার নাগগণ তাঁকে নাগরাজ পদে অভিষিক্ত করেন। ব্রহ্মার ইচ্ছায় গরুড় তাঁর সহায় হন।" (পৌরাণিক অভিধান/সুধীরচন্দ্র সরকার)। **ঝুলিছে বালি ঝালরে**—রাজা রাবণের সভাগৃহে মুক্তা, পদ্মরাগ, মরকত, হীরা প্রভৃতি বহুমূল্য মণি-মাণিক্যের ঝালর ঝোলানো। সেইসব রত্নরাজির দীপ্তি যেন চোখ ঝলসে দিচ্ছে। **যথা ঝোলে (খচিত মুকুলে ফুলে) পল্লবের মালা ব্রতালয়ে**—পূজামণ্ডপে যেরূপ পত্র-পুষ্প-পল্লবের মালা দোদুল্যমান থেকে অপরূপ সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। **ক্ষণপ্রভা সম মুহুঃ হাসে রতন সম্ভবা বিভা— ঝলসি নয়নে**—সভাকক্ষে নানা রত্নের বহু বর্ণের নানা ঝালর দুলছে। সেই রত্নসমূহ থেকে মুহুর্মুহু উৎপন্ন জ্যোতি বিদ্যুতের ন্যায় চোখ ঝলসে দিচ্ছে। মৃণালভুজ—পদ্মের মৃণালের মতো অতি সতেজ ও সুন্দর বাহু। **চন্দ্রাননা**—চন্দ্রের মত সুন্দর মুখশ্রীযুক্তা নারী। **আহা, হরকোপানলে কাম**

Scanned with CamScanner